



সামত্তুল আলম

আজকের জাটকা আগামী  
দিনের ইলিশ। ইলিশের  
উৎপাদন বাড়াতে সরকারের  
পক্ষ থেকে নানামূল্যী উদ্যোগ  
নেওয়া হয়ে থাকে। ইলিশ  
সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে  
বর্তমান সরকারের নানা  
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি  
চালু রয়েছে। ২০১৬ সালে  
ইলিশ ভৌগোলিক নির্দেশক  
(জিআই) পণ্য হিসেবে  
শীকৃতি পেয়েছে

,

দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১/৩/২২

## জাটকা ধরলে সর্বনাশ

নদীমাত্রক বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। বছরকাল আগে থেকেই বাঙালির ইলিশগীতির কথা সবিহুত। সরায়ে ইলিশ, ইলিশ পোলাও, ইলিশ দেপিয়াজা, ইলিশ পাতুরি, ইলিশ ভাজা, ভাপা ইলিশ, শোকত ইলিশ, ইলিশের মালাইকারি—এমন নামা পদের খাবার বাংলাদেশে জনপ্রিয়। বাঙালির নিজস্ব দান ও ঐতিহ্যের অঙ্গ ইলিশ মাছ নৃত্বস ও স্বৃষ্টি আকারেও পাওয়া যাচ্ছে। সাদে-গাঁকে বাংলাদেশের ইলিশ অভূলম্বনীয়। বাঙালির ঐতিহ্য ও পৌরবের এবং অনন্য প্রতীক আত্ম জনগ্রহণ ও সুরাদু এ মাছ ঘৃণ্গ ঘণ্গ ধরে দেশের মানুষের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংহার সৃষ্টি, রশ্মি আয় এবং নিরাপদ আশীর্বাদে ওরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একক মাছের প্রজাতি হিসেবে দেশের মৎস উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে ইলিশ। দেশের মোট মাছ উৎপাদনের ১২.২২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। যার বর্তমান বাজারমূল্য ২০ হাজার কেটি টাকারও উর্বে। এ ছাড়া বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ইলিশ উৎপাদনে প্রথম। দেশের জিডিপিতে প্রায় ১ শতাংশের বেশি অবদান রয়েছে এই বৃপ্তালি ইলিশের উৎপাদন করে যায়। ফলে জেলেদের উপর্যুক্ত কর্মসূচি চালু রয়েছে। এসকে ইলিশের ভবিষ্যৎ উৎপাদন এবং জেলেদের উপর্যুক্ত কর্মসূচি জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ করা খুবই ওরুত্বপূর্ণ।

ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে নানামূল্যী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মাঝে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান আকারের ক্ষেত্রে জাটকা ও মা ইলিশ ক্ষেত্রে নতুন প্রজাতির প্রবেশ করে। পরিযায়ী আশীর্বাদক জাই ইলিশ করা, জাটকা সংরক্ষণ সঞ্চালন পালন, সমন্বয়ে ৬ দিন মাছ ধরা নিষিক করা, বিশেষ কথিং অপারেশনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ হয়েছে। দেশে পক্ষা ও দেশবান অববাহিকার ইলিশের মোট অভ্যর্থন রয়েছে ছয়টি (পাঁচটিত মাঝ-এপ্রিল মাঝ ধরা বৰ্ক, আক্ষাৱামালিক বাতাত), যার মোট আয়তন ৪৩০ কিলোমিটার। ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে প্রতিষ্ঠানের নথেকে ভুন পর্যন্ত মোট আট মাঝ জাটকা ধরা নিষিক থাকে। এ সময় জাটকা ধরলে কমপক্ষে এক বছর থেকে দুই বছরের স্থান কারিদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কম দৈর্ঘ্যের ইলিশকে জাটকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ইলিশের এ ওরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক অবস্থা 'জাটকা' রক্ষায় জনগ্রহণের মধ্যে সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার অন্যান্য বছরের মতো এবারও ৩১ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সঞ্চালন-২০২২

থাকে। জাটকা যেন ইলিশ ধরার জালে আটকে না যায়, তাই সরকার ইলিশ ধরার ফাঁস জালের সাইজ ৬.৫ সেন্টিমিটার নির্ধারণ করেছে। ইলিশ রক্ষায় প্রতিবছর সাধারণত মার্চ বা এপ্রিল মাসে জাটকা সংরক্ষণ সঞ্চালন করে সরকার মস্বাসম্পদ বর্ধনকারী কারেট জাল, বেহিন্দি ও অন্যান্য অবৈধ জাল নির্বাচনে প্রতিবছর বিশেষ কথিং অপারেশন পরিচালিত হয় মৎস্য অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা ইউনিট থেকে। এ ছাড়া জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় জনগ্রহণের মধ্যে সচেতনতা বৃক্ষের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সচেতনতামূলক ডিভিসি, জিপ্সেল, স্ক্রল, বিজ্ঞাপন প্রচারের পাশাপাশি লিপলেট, পোস্টার, ব্যানার, ফোন্টস্ট্র, পৃষ্ঠিক ইত্যাদি দেশের ২১টি উপজেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যেত। বর্তমানে ১২৫টি উপজেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। পর্যায় শাখা নদী মহান্দা ও তজা নদী এবং মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওর ও রাঙ্গাগুড়ীয়ার মেদিন হাওরেও ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। এতে প্রাপ্তিষ্ঠিত হয় যে পর্যবেক্ষণ অথবা ভিত্তিতে মৎস্য অধিদপ্তর, প্রশাসন ও বিভিন্ন আইন থায়োগাকারী সংস্থা কর্তৃক ইলিশ ব্যবহারণ কৌশল সংরক্ষণে বাস্তবায়ন করায় দেশবাসী ইলিশের বিৰুতি ও উৎপাদন বেড়েছে। পরিস্থিত্যান অন্যান্যী, ২০১৮-০৯ অর্থবছরে মেঘে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২.৯১৯-২০ অর্থবছরে জাটকাসমূহক ২০ জেলার ৯৬টি উপজেলার জাটকা আহরণে প্রতি তিনি লাখ মেট্রিক টন। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা হয় ৩.৯৫ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ সালে ৪.৯৬ লাখ মেট্রিক টন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৩৩ লাখ মেট্রিক টন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা ৫.৫০ লাখ মেট্রিক টন নম্নীত হয়েছে। অর্থাৎ বিগত ১০ বছরের বাবধানে দেশে ইলিশ উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৮৩.৯৫ শতাংশ, যা বর্তমান সরকারের অব্যাপক একটি সাফল্য। মা ইলিশ ও জাটকা সৃষ্টিকারী সংরক্ষণের ফলে দেশে ইলিশ উৎপাদন বৃক্ষ পাওয়ায় ভারত এখন বাংলাদেশের ইলিশ ব্যবহারণ কৌশল অনেকাংশে অনুসরণ করছে। ইলিশ উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশেও বর্তমানে বাংলাদেশকে ইলিশ উৎপাদনের গোল মডেল হিসেবে বিবেচন করেছে। এরই ধরাবাহিকতায় ২০১৬ সালে ইলিশ ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে শীকৃতি পেয়েছে।

**লেখক :** কুর্যিবিন ও গণমাধ্যমায়েগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়  
alam4162@gmail.com



# ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ

## জাটকা ধরলে সর্বনাশ

### কৃষিবিদ সামছুল আলম

ন দীর্ঘাতক বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। বহুকাল আগ থেকেই বাঙালির ইলিশগ্রীতির কথা সুবিদিত। সর্বে ইলিশ, ইলিশ পোলাও, ইলিশ দোপেয়াজা, ইলিশ পাতুরি, ইলিশ ভাজা, ভাপা ইলিশ, স্মোকড ইলিশ, ইলিশের মালাইকারী— এমন নানা পদের খাবার বাংলাদেশে জনপ্রিয়। বাঙালির নিজস্ব স্বাদ এবং ঐতিহ্যের অংশ ইলিশ মাছ নুডলস এবং স্যুপ আকারেও পাওয়া যাচ্ছে। সাদে গন্ধে বাংলাদেশের ইলিশ অতুলনীয়। বাঙালির ঐতিহ্য ও গৌরবের এক অনন্য প্রতীক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্থানু এ মাছ যুগ যুগ ধরে দেশের মানবের চাহিদা মেটানোর পশাপাশি অর্ধনেতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রফতানি আয় এবং নিরাপদ আবিষ্কার সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একক মাছের প্রজাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনে সরবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে ইলিশ। দেশের মোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ১২ দশমিক ২২ ভাগ আসে শুধু ইলিশ থেকে। যার বর্তমান বাজারমূল্য ২০ হাজার কোটি টাকারও উপরে। এছাড়া বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ইলিশ উৎপাদনে প্রথম। দেশের জিপিপিতে প্রায় ১ শতাংশের বেশি অবদান রয়েছে এ ক্ষেপালি ইলিশের।

আর গুরুত্বপূর্ণ ইলিশের অপ্রাপ্যবক্ষ স্থানীয় নাম জাটকা। জাটকা মাছ ইলিশ মাছের নতুন প্রজাতির প্রবেশন স্তর। পরিযায়ী প্রাপ্যবক্ষ স্তৰী ইলিশ পম্পা, মেঘনা ও ঘুনুসাহ কতকগুলো বড় বড় নদীর উজানে গিয়ে স্নোভ প্রবাহে ডিম ছাড়ে। ভাসমান ডিম থেকে রেণু বেরিয়ে এসব এলাকায় কিছুদিন থাকে এবং এখনেই খায় ও বড় হয়। ছাঁয় থেকে ১০ সপ্তাহের মধ্যে পোনার দিনে ১২-২০ সেমি লম্বা হয়, তখন এদের জাটকা বলে। বাংলাদেশের মৎস্য আইন অনুযায়ী পূর্বে জাটকার আকার ছিল ৯ ইঞ্চি। কিন্তু ২০১৪ সালে গেজেট সংশোধন করে ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেমিটিমিটারের ঠিক থেকে লেজের প্রাপ্ত পর্যন্ত কম দৈর্ঘ্যের ইলিশকে জাটকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ইলিশের এ গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক অবস্থা 'জাটকা' রক্ষায় জনগণের মাঝে সচেতনতা ও সামরিক আদেশন সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের অন্যান্য বছরের নায় এবারো ৩১ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২২ উদযাপন করতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ, জাটকা ধরলে সর্বনাশ। বাংলাদেশে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৭ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে।

আজকের জাটকা আগামী দিনের ইলিশ। জাটকা ধরা হলে পরিপন্থতা লাভের সুযোগ বিবর্ধিত হয়ে বড় ইলিশ পাওয়া যায় না, ফলে পরবর্তীতে মা-ইলিশ থাকে না। বিধায় বৎশয়ুক্তির সুযোগ থাকে না। প্রাকৃতিকভাবে মা-ইলিশ নদীতে ডিম ছাড়ার পর তা থেকে পোনা এবং পোনা থেকে জাটকা এবং পরবর্তীতে বড় ইলিশে পরিণত হয়। একটি মা-ইলিশ ২.৫ লাখ থেকে শুরু করে ২৩ লাখ পর্যন্ত ডিম ছাড়ে অর্থাৎ একটি মা-ইলিশ ধরারে ২৩ লাখ পোনা উৎপাদন বন্ধ হয়। জাটকা ও ডিমওয়ালা মা-ইলিশ ধরার কারণে ইলিশের উৎপাদন কমে যায়, ফলে জেলেদের উপার্জন ও কমে যায়। তাই ইলিশের ভবিষ্যৎ উৎপাদন এবং জেলেদের উপার্জন বৃক্ষির লক্ষ্যে জাটকা ও মা-ইলিশ সংরক্ষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইলিশের উৎপাদন বাড়তে সরকারের পক্ষ থেকে নানামূলী উদ্দোগ নেয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে অত্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, প্রতি বছর ৮ মাস জাটকা ও

প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন, সম্মত ৬৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা, বিশেষ কথিং অপারেশনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ রয়েছে। দেশে পচা-মেঘনা অববাহিকায় ইলিশের মোট অত্যাশ্রম রয়েছে ছয়টি (পাঁচটিতে মার্চ-এপ্রিল মাছ ধরা বন্ধ, আঙ্কারামানিক ব্যতীত), যার মোট আয়তন ৪৩২ কিলোমিটার। ইলিশের উৎপাদন বাড়তে প্রতি বছর নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত মোট ৮ মাস জাটকা ধরা নিষিদ্ধ থাকে। এ সময় জাটকা ধরলে কমপক্ষে ১ বছর থেকে ২ বছরের স্থ্রম কারাদণ্ড অথবা ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। চন্দ মাসের ভিত্তিতে প্রধান প্রজনন

ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নানান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে। এসব কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাটকাসমূহক ২০ জেলার ৯৬টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ৩ লাখ ১ হাজার ২৪৮৮টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মোট ৪৬ হাজার ৭৮৮ দশমিক ০৮ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হয়েছে। গত ৮ বছরে জাটকা আহরণে বিরত ২০ লাখ ৯৫ হাজার ৬৮৫টি জেলে পরিবারকে ৪০ কেজি হারে ৪ মাস ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়েছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন ছাড়াও গত ৫ অর্থবছরে মা-ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২২ দিনের জন্য পরিবারপ্রতি ২০ কেজি হারে মোট ২৬ লাখ ২৯ হাজার ৫০৯টি জেলে পরিবারকে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশে জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদক্ষত কর্তৃক বাস্তবায়িত জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ হাজার ৩০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও পরিপন্থ ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পশাপাশি বিষয়বিভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কুদু ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান বা রিকশা, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাচাই মাছ চাষ ইত্যাদি আয়মূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য পরিবেশগা ইনস্টিউটিউটের গবেষণা থ্যার্ম মতে, ১০ বছর আগে দেশের ২১টি উপজেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যেতে বর্তমানে ১২৫টি উপজেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। পদার শাখা নদী মহানদী ও তিস্তা নদী এবং মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওড় এবং ত্রাকাঙ্গাবাড়িয়ার মেলির হাওড়েও ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে মৎস্য অধিদক্ষত, প্রশাসন ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ইলিশ ব্যবস্থাপনা কোশল সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করায় দেশব্যাপী ইলিশের বিস্তৃতি ও উৎপাদন বেড়েছে। পরিসংখ্যান মৎস্য পরিবেশগা ইন্সটিউটেন ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২.৯ লাখ মে.টন; ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা হয় ৩.১৫ লাখ মে.টন, ২০১৬-১৭ সালে ৪.৯৬ লাখ মে.টন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৩০ লাখ মে.টন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা ৫.৫০ লাখ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ বিগত ১০ বছরের ব্যবধানে দেশে ইলিশ প্রতি বছরে উৎপাদন করা হয়েছে প্রায় ৮৩.৯৫ শতাংশ— যা বর্তমান সরকারের অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়া। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০১৬ সালে ইলিশ ভোগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্থীরূপ পেয়েছে।

মৌসুম ধরে প্রতি বছর আশ্বিন মাসের প্রথম চাঁদের পূর্ণিমার ৪ দিন আগে থেকে পূর্ণিমার দিনসহ পরের ১৭ দিন মিলিয়ে মোট ২২ দিন ইলিশ ধরা, মজুদ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ থাকে। জাটকা যেন ইলিশ ধরার জালে আটকে না যায়, তাই সরকার ইলিশ ধরার ফাস জালের সাইজ ৬ দশমিক ৫ মেট্রিক ৫ মিলি নির্ধারণ করে। ইলিশ রক্ষায় প্রতি বছর সাধারণত মার্চ বা এপ্রিল মাসে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন করে সরকার। মৎস্য সম্পদ ধর্মসকারী কান্টেন্ট জাল, বেল্লিন ও অন্যান্য অবৈধ জাল নির্মাণে প্রতি বছর বিশেষ কথিং অপারেশন পরিচালন কর্তৃত হয় যে মৎস্য অধিদক্ষত সরকারের বিভিন্ন আইনশূল্ক ইউনিটে থেকে। তাছাড়া জাটকা ও মা-ইলিশ রক্ষায় জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃক্ষির লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সচেতনতামূলক টিভিসি, জিডেল, স্কুল, বিজ্ঞাপন প্রচারের পশাপাশি লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার, ফোনের, পুস্তিকা বিনামূলে প্রচার করে যাচ্ছে মন্ত্রণালয়ের প্রচার সেল নামে পরিচিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দফতর। দেশের প্রায় ২০-২৫ লাখ মানুষ ইলিশ আহরণে নিয়োজিত। ইলিশ সম্পদ

লেখক : গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দফতর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

# জাটক দৈনিক সমাজ ৩৩/৩২ সংবর্ধনা

## মো. সামুহিল আলেম

**তা** প্রাণপন্থৰ ইলিমেৰ ঝুনিয়ে  
নাম জাটক। পারিয়াজী  
প্রাণপন্থৰ স্তৰী ইলিশ পদ্মা,  
মেধনা, যুগ্মাসন কৃতকণ্ঠে বৃ  
শন্দীৰ উজানে গিয়ে শ্রোত প্রবাহে  
তিম হাত্তে। ভাসমান ভিম থেকে রেণু  
বেরিবে এসব জ্ঞানক্ষয় কিছিলি  
থাকে এবং এখনেই খায় ও বড় হয়।  
হয় থেকে দশ সঞ্চাহৰ মাধ্য পোনাৰ  
দৈৰ্ঘ্য ১২-২০ সেণ্টিমিটাৰ হয়, তখন  
মৎস্য আইন অণ্যায়ী, আগা  
জাটকৰ আকাৰ ছিল ৯ ইঞ্চি। কিন্তু  
২০১৪ সালে গেজেট সংশোধন কৰে  
১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেণ্টিমিটাৰে (চৌট  
থেকে লেজেৰ প্রাপ্ত পৰ্যন্ত) কম  
দৈৰ্ঘ্যৰ ইলিশকে জাটকা হিসেবে  
নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়েছে। 'জাটকা'  
ৱশফুল জনগতৰ মাবে সচেতনতা ও  
সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টিৰ লক্ষ্যে  
সৱকাৰ অণ্যাণা বাঞ্ছেৰ মতো  
এবাৰও ৩১ মার্চ থেকে ৬ এপ্ৰিল  
পৰ্যন্ত জাটকা সংৰক্ষণ  
সঞ্চাহ-২০২২ উদ্বাপন  
কৰতে যাচ্ছে। এবাৰেৰ  
প্রতিপাদা ইলিশ আমদেৱ  
জাটীয় মাছ, জাটকা ধৰণে  
সবলাশ। বাংলাদেশী  
জাটকা সংৰক্ষণ সঞ্চাহ  
আনুষ্ঠানিকভাৱে ২০০৭  
সাল থেকে পালিত হয়ে  
আসছে।

প্রাকৃতিকভাৱে মা ইলিশ নদীত  
তিম হাত্তাৰ পৰ তা থেকে পোনা,  
পোনা থেকে জাটকা এবং পৰে বৃ  
ইলিশে পারিয়াত হয়। একটি মা  
ইলিশ ২.৫ লাখ থেকে ২০ লাখ  
পৰ্যন্ত তিম হাত্তে, অৰ্থাৎ একটি মা  
ইলিশ ৫৫গজে ২০ লাখ পোনা  
ভৃৎপাদন বৰু হয়। জাটকা ও  
তিমতোয়ালা মা ইলিশ ধৰাৰ কাৰণে  
ইলিশে উৎপাদন কৰে যায়, যখনে  
জোলেৰ উৎপাদন কৰে যায়।  
তাই ইলিশেৰ ভবিষ্যৎ উৎপাদন  
এবং জোলেৰ উৎপাদন বৰ্কিৰ  
লক্ষ্যে জাটকা ও মা ইলিশ সংৰক্ষণ  
কৰা ইবৰু পুৰুষপুণ।

ইলিশেৰ উৎপাদন বাঢ়তে প্রতি  
বছৰ গতেৰ থেকে জুন পৰ্যন্ত মোট  
আট মাস জাটকা ধৰা নিষিদ্ধ  
থাকে। এ সময় জাটকা ধৰলে  
কমপক্ষে এক থেকে দুই বছৰেৰ  
সঞ্চ কাৰাদণ অথবা পাঁচ হাজাৰ  
টাকা পৰ্যন্ত জৰিমানা অথবা উভয়  
দণ্ড দাঙ্গত কৰাৰ বিধান রয়েছে।  
দেশেৰ প্রায় ২০-২৫ লাখ মানুষ

ইলিশ আইনৰে নিয়েজিত। ইলিশ  
সম্পদ ব্যবস্থাপনা ভৱিষ্যনে বৃত্তমাল  
সৱকাৰেৰ লালা সামাজিক নিৰ্যাপত্তা  
কৰ্মসূচি চাল রয়েছে। এসব

কৰ্মসূচিৰ আওতাৰ ২০১৯-২০

অৰ্থবছৰে জাটকাৰ সম্মুক্ত ২০ জোলাৰ  
৯৬টি উৎপাদনেৰ জাটকা আহৰণ  
থেকে বিৰত তিন লাখ এক হাজাৰ  
২১৮টি জোলে পাৰিবারকে মালিক  
৪০ কেজি হাতে দার মাসেৰ জন্ম  
মোট ৪৬ হাজাৰ ৭৮৮ দশমিক ৮  
টন চাল দেওয়া হয়েছে। গত আট

বছৰে এজনা ২০ লাখ ৯৫ হাজাৰ  
৬৮৫টি জোলে পাৰিবারকে ৪০  
কেজি হাতে চাৰ মাস ভিজি এক  
(চাল) বিতৰণ কৰা হয়েছে। জাটকা  
আহৰণ নিৰ্বিজ কাল হাড়াও গত  
অৰ্থবছৰে মা ইলিশ আহৰণ

নিষিদ্ধকালে ২২ দিনৰ জন্ম  
পাৰিবারপ্রতি ২০ কেজি হাতে মোট  
২৬ লাখ ২৯ হাজাৰ ৫০৯টি জোলে  
পাৰিবারকে তিজি এক খাদ্যসহায়তা  
দেওয়া হয়েছে।

পাৰিসংখ্যান অণ্যায়ী,

২০০৮-০৯ অৰ্থবছৰে  
জোলে ইলিশেৰ উৎপাদন  
হিল ২.৯৯ লাখ টন;  
২০১৫-১৬ অৰ্থবছৰে তা  
হিল ২.৯৫ লাখ টন;  
২০১৬-১৭ সালে ৪.৯৬  
লাখ টন, ২০১৮-১৯

অৰ্থবছৰে ৫.৩০ লাখ টন  
এবং ২০১৯-২০ অৰ্থবছৰে তা ৫.৫০  
লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। অৰ্থাৎ  
বিগত ১০ বছৰান্তে দেশ  
ইলিশ উৎপাদন বেড়েছে প্রায়  
৮.৩.৯৫ লক্ষতাত্ত্ব। যা বৰ্তমান  
সৱকাৰেৰ অন্তৰ একটি সাধন্য।  
মা ইলিশ ও জাটকা সৃষ্টি ভাৰে

সংৰক্ষণেৰ ফলে গোৱে ইলিশ  
উৎপাদন বৰ্কি পাৰিয়াৰ ভাৰত এখন  
বাংলাদেশেৰ ইতিম ব্যৰুণাপনা  
কেৰাগল অগোকংশে অণুসৰণ কৰতেছে।  
ইলিশ উৎপাদনকৰী অন্যান্য দেশত  
বৰ্তমানে বাংলাদেশকে ইলিশ  
উৎপাদনেৰ কেৱল মাত্ৰে ইসেৰে  
বিবেচনা কৰতেছে। এবং

ধাৰাৰা বিকল্প গত ২০১৬ সালে  
ইলিশ ভেগোলিক নিৰ্দেশক  
(জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি  
পেয়েছে।

■ **মো. সামুহিল আলম:**  
গণযোগাযোগ কৰ্মকৰ্তা, মৎস্য ও  
প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তৰ, মৎস্য ও  
প্রাণিসম্পদ ব্রহ্মগঙ্গালয়  
alam4162@gmail.com





# ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ জাটকা ধরলে সর্বনাশ

## কৃষিবিদ সামছুল আলম

**ন**দীমাত্তক বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ।

বহুকাল আগ থেকেই বাঙালীর ইলিশ প্রীতির কথা সুবিদিত। সর্বে ইলিশ, ইলিশ পোলাও, ইলিশ দোপেয়োজা, ইলিশ পাতুরি, ইলিশ ভাজা, ভাপা ইলিশ, শ্বেকড ইলিশ, ইলিশের মালাইকারী - এমন নানা পদের খাবার বাংলাদেশে জনপ্রিয়। বাঙালীর নিজস্ব স্বাদ এবং ঐতিহ্যের অংশ ইলিশ মাছ নুডলস এবং সুপ আকারেও পাওয়া যাচ্ছে। স্বাদে গন্দে বাংলাদেশের ইলিশ অতলনীয়। বাঙালির ঐতিহ্য ও পৌরবের এক অনন্য প্রতাক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু এ মাছ যুগ যুগ ধরে দেশের মানুষের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রফতানি আয় এবং নিরাপদ আমিষ সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একক মাছের প্রজাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে ইলিশ। দেশের মোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ১২দশমিক ২২ ভাগ আসে শুধু ইলিশ থেকে। যার বর্তমান বাজার মূল্য ২০ হাজার কোটি টাকারও উর্দ্ধে। এ ছাড়া বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ইলিশ উৎপাদনে প্রথম। দেশের জিডিপিতে প্রায় ১ শতাংশের বেশি অবদান রয়েছে রংপালি ইলিশের। অগ্রাঞ্চিত ইলিশের স্থানীয় নাম জাটকা। জাটকা মাছ ইলিশ মাছের নতুন প্রজন্মের প্রবেশন স্তর। পরিযায়ী প্রাণ্বয়ক স্ত্রী ইলিশ পদ্মা, মেঘনা ও যমুনাসহ কতকগুলি বড় বড় নদীর উজানে গিয়ে স্নোত প্রবাহে ডিম ছাড়ে। ভাসমান ডিম থেকে রেণু বেরিয়ে এসব এলাকায় কিছুদিন থাকে এবং এখানেই থায় ও বড় হয়। ছয় থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে পোনার দৈর্ঘ্যে ১২-২০ সে.মি লম্বা হয়, তখন এদের জাটকা বলে। বাংলাদেশের মৎস্য আইন অনুযায়ী পূর্বে জাটকার আকার ছিল নয় ইঞ্চি। কিন্তু ২০১৪ সালে গেজেট সংশোধন করে ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটারে (ঠোঁট থেকে লেজের প্রাপ্ত পর্যন্ত) কম দৈর্ঘ্যের ইলিশকে জাটকা হিসেবে নির্ধারণ করা

হয়েছে। ইলিশের এ গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক অবস্থা 'জাটকা' রক্ষায় জনগণের মাঝে সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারো ৩১শে মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ- ২০২২ উদযাপন করতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য 'ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ, জাটকা ধরলে সর্বনাশ'। বাংলাদেশে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৭ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে।

আজকের জাটকা আগামী দিনের ইলিশ। জাটকা ধরা হলে পরিপক্ষতা লাভের সুযোগ বিস্তৃত হয়ে বড় ইলিশ পাওয়া যায় না ফলে পরবর্তীতে মা ইলিশ থাকেন। বিধায় বৎসরের সুযোগ থাকেন। প্রাক্তিকভাবে মা ইলিশ নদীতে ডিম ছাড়ার পর তা থেকে পোনা এবং পোনা থেকে জাটকা এবং পরবর্তীতে বড় ইলিশে পরিণত হয়। একটি মা ইলিশ ২.৫ লক্ষ থেকে শুরু করে ২৩ লক্ষ পর্যন্ত ডিম ছাড়ে অর্থাৎ একটি মা ইলিশ ধরলে ২৩ লক্ষ পোনা উৎপাদন বদ্ধ হয়। জাটকা ও ডিমওয়ালা মা ইলিশ ধরার কারণে ইলিশের উৎপাদন কমে যায়, ফলে জেলেদের উপর্যুক্ত কর্মসূচি করে যায়। তাই ইলিশের ভবিষ্যৎ উৎপাদন এবং জেলেদের উপার্জন বন্ধিত লক্ষ্যে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে নানামূর্খ উদ্যোগ নেয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে অভয়শ্রম প্রতিষ্ঠা, প্রতিবছর ৮ মাস জাটকা ও প্রজন্ম মৌসুমে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ পালন, সমুদ্রে ৬৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা, বিশেষ কমিং অপারেশনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ রয়েছে। দেশে পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় ইলিশের মোট অভয়শ্রম রয়েছে ছয়টি (পাঁচটিতে মার্চ-এপ্রিল মাছ ধরা বদ্ধ, আন্দারমানিক ব্যাতীত), যার মোট আয়তন ৪৩২ কিলোমিটার। ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে প্রতিবছর নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত মোট ৮ মাস ডিজিএফ(চাল) বিতরণ করা হয়েছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময় ছাড়াও গত ৫ অর্থ-বছরে মা

ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২২ দিনের জন্য পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে মোট ২৬ লাখ ২৯ হাজার ৫০৯ টি জেলে পরিবারকে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশে জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্পের আওতায় মোট ৫৩ হাজার ৩০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও পরিপক্ষ ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কূন্দ্র ব্যবসা, হাঁস- মুরগি পালন, গরু- ছাগল পালন, ভান বা রিঙা, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের পরিবেশগা তথ্য মতে, ১০ বছর আগে দেশের ২১টি উপজেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যেত। বর্তমানে ১২৫টি উপজেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। পদ্মার শাখা নদী মহানন্দা ও তিস্তা নদী এবং মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওড় এবং ব্রান্ডারাডিয়ার মেদিন হাওড়েও ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে মৎস্য অধিদপ্তর, প্রশাসন ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করায় দেশব্যাপী ইলিশের বিস্তৃতি ও উৎপাদন বেড়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২.৯৯ লক্ষ মে.টন; ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তা হয় ৩.৯৫ লক্ষ মে.টন, ২০১৬-১৭ সালে ৪.৯৬ লক্ষ মে.টন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৩৩ লক্ষ মে.টন এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে তা ৫.৫০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ বিগত ১০ বছরের ব্যবধানে দেশে ইলিশ উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৮৩.৯৫ শতাংশ-যা বর্তমান সরকারের অন্যতম একটি সাফল্য। মা ইলিশ ও জাটকা সৃষ্টিভাবে সংরক্ষণের ফলে দেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত এখন বাংলাদেশের ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল অনেকাংশে অনুসরণ করছে। ইলিশ উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশও বর্তমানে বাংলাদেশকে ইলিশ উৎপাদনের রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০১৬ সালে ইলিশ ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

**লেখক :** গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ



# ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ, জাটকা ধরলে সর্বনাশ

কৃষিবিদ সামছুল আলম  
গণযোগাযোগ কর্মকর্তা  
মহস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর  
মহস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়  
alam4162@gmail.com

বাংলাদেশ ইলিশ উৎপাদনে প্রথম। দেশের জিপিপিতে প্রায় ১ শতাংশের বেশি অবদান রয়েছে এ কৃপালি ইলিশের।

আর গুরুত্বপূর্ণ ইলিশের অপ্রাঙ্গবয়ক ছানীয় নাম জাটকা। জাটকা ইলিশ মাছের নতুন প্রজন্মের প্রবেশন স্তর। পরিযায়ী প্রাণবয়ক ছী ইলিশ পোষা, মেঘনা, যমুনার কতকওভো বড় বড় নদীর উজানে গিয়ে স্তোত প্রাণে ডিম ছাড়ে। ভাসমান ডিম থেকে রেণু বেরিয়ে এসব এলাকায় কিছুসিন থাকে এবং এখনেই খায় ও বড় হয়। ছুরি থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে পোনার দৈর্ঘ্য ১-২০ সেমি. লাখা হয়, তখন এদের জাটকা বলে। বাস্তবায় এমন নানা পদের খাবার বাংলাদেশে জনপ্রিয়। বাঞ্ছালির নিজস্ব স্থান এবং ঐতিহের অংশ ইলিশ মাছ নৃত্বলস এবং সুপ্র আকারেও পাওয়া যাচ্ছে। স্বাদে গড়ে বাংলাদেশের ইলিশ অঙ্গুলীয়। বাঞ্ছালির ঐতিহ্য ও পৌরাণের এক অন্য প্রতীক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্থান এবং মাছ ঘৃণ ঘৃণ ধরে দেশের মানুষের চাহিদা নেটানের পাশাপাশি অধিনেতৃত উন্নয়ন, কর্মসংহারণ সৃষ্টি, বাণিজ্য আর এবং নিরাপদ আমিষ সরবারাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একক মাছের প্রজাতি হিসেবে দেশের মহস্য উৎপাদনে সর্বচেয়ে বেশি অবদান রাখে ইলিশ। দেশের মোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ১২ দশমিক ২২ ভাগ আসে গুরু ইলিশ থেকে। যার বর্তমান বাজার মূল্য ২০ হাজার কোটি টাকারও উর্ধ্বে। এ ছাড়া বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে

জাটকা ধরা হলে পরিপক্তা লাভের সুযোগ বিস্তৃত হয়ে বড় ইলিশ পাওয়া যায় না। ফলে পরে যা ইলিশ থাকে না বিদ্যায় বংশবৃক্ষের সুযোগ থাকে না। প্রাকৃতিকভাবে মা ইলিশ নদীতে ডিম ছাড়ার পর তা থেকে পোনা এবং পোনা থেকে জাটকা এবং পরবর্তী সময়ে বড় ইলিশে পরিষ্ঠিত হয়। একটি মা ইলিশ ২-৫ লাখ থেকে শুরু করে ২০ লাখ পর্যন্ত ডিম ছাড়ে অর্ধেৎ একটি মা ইলিশ ধরলে ২০ লাখ পোনা উৎপাদন বৃক্ষ হয়। জাটকা ও ডিমওয়ালা মা ইলিশ ধরার কারণে ইলিশের উৎপাদন কমে যায়, ফলে জেলেদের উপর্যোগ করে যায়। তাই ইলিশের ভবিষ্যৎ উৎপাদন এবং জেলেদের উপর্যোগ লক্ষ্যে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ করণ করা খবরই হচ্ছে।

কিন্তু ২০১৪ সালে গেজেট সংশোধন করে ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেমিটিমিটারের (চোট থেকে লেজের প্রাপ্ত পর্যন্ত) কর্তৃপক্ষের ইলিশকে জাটকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ইলিশের এ গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিক অবস্থা 'জাটকা' বাস্তব জনগণের মাঝে সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি লক্ষ্যে সরকারের অন্যান্য বছরের মতো এবারও ৩১ মার্চ থেকে ৬ এক্সিল পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সংগ্রহ-২০২২ উদ্যাপন করতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য 'ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ, জাটকা ধরলে সর্বনাশ'।

বাংলাদেশে জাটকা সংরক্ষণ সংগ্রহ আন্তর্নিকভাবে ২০০৭ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে।

আজকের জাটকা আগামী দিনের ইলিশ।

সশ্রম করাদণ্ড অথবা ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। চান্দ্রমাসের ভিত্তিতে প্রধান প্রজনন মৌসুম ধরে প্রতিবছর আর্থিন মাসের প্রথম ছাঁদের পূর্বিমাস ৪ দিন আগে থেকে পূর্ণিমার দিনসহ পরের ১৭ দিন মিলিয়ে মোট ২২ দিন ইলিশ ধরা, মজুত, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ থাকে। জাটকা যেন ইলিশ ধরার জালে আটকে না যায়, তাই সরকার ইলিশ ধরার ফাঁস জালের সাইজ ৬ দশমিক ৫ সেমি. নির্ধারণ করেছে। ইলিশ রক্ষায় প্রতি বছু সাধারণত মার্চ বা এক্সিল মাসে জাটকা সংরক্ষণ সংগ্রহ পালন করে সরকার। প্রস্তাসম্পদ ধর্মসকারী কারেন্ট জাল, মেঝেদি ও অ্যামান অবৈধ জাল নির্মাণে প্রতিবছর বিশেষ কর্তৃত অপারেশন পরিচালিত হয় মহস্য অধিনগরসহ সরকারের বিভিন্ন আইনসংজ্ঞালা ইউনিট থেকে। আছাড়া জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক প্রিন্টিংয়ায় সংরক্ষণ জেলেদের বিকল্প কর্মসংহান এবং গবেষণা এবং প্রযোগের আওতায় মোট ৫০ হাজার প্রচারের পাশাপাশি লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার, ফোন্ট, পৃষ্ঠিকা বিনামূল্যে প্রচার করে যাচ্ছে মন্ত্রণালয়ের প্রচার সেল নামে পরিচিত মহস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দণ্ড।

দেশের প্রায় ২০-২৫ লাখ মানুষ ইলিশ আহরণে নিয়োজিত। ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নানান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে। এসব কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্ধবছরে জাটকাসমূহ ২০

জেলার ৯৬টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিভাগ ও লাখ ১ হাজার ২৮৮টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মোট ৪৬ হাজার ৭৮৮ দশমিক ০৮ টন চাল প্রদান করা হয়েছে। গত ৮ বছরে জাটকা আহরণে বিভাগ ২০ লাখ ৫ হাজার ৬৮৫টি জেলে পরিবারকে ৪০ কেজি হারে ৪ মাস ভিত্তিক মৎস্য প্রদান প্রাণসম্পদ ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল সংরক্ষণে বাস্তবায়ন করায় দেশব্যাপী ইলিশের বিস্তৃত ও উৎপাদন বেঞ্জে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৮-০৯ অর্ধবছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন কেবল ২.৯৯ লাখ টন, ২০১৫-১৬ অর্ধবছরে তা হয়ে ৩.৯৫ লাখ টন, ২০১৬-১৭ সালে ৪.৯৬ লাখ টন, ২০১৮-১৯ অর্ধবছরে ৫.৩৩ লাখ টন এবং ২০১৯-২০ অর্ধে বছরে তা ৫.৫০ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। অর্ধে বিগত ১০ বছরের ব্যবধানে দেশে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৮৩.৯ শতাংশ- যা বর্তমান সরকারের অন্তর্ম একটি সফলতা। মা ইলিশ ও জাটকা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ফলে দেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাস্তুত এখন বাংলাদেশের ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল অনেকাংশে অনুসরণ করছে। ইলিশ উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশে বর্তমানে বাংলাদেশকে ইলিশ উৎপাদনের জেল মন্ত্রণ হিসেবে বিবেচনা করছে। এরই ধারাবাহিকভাবে আরও গবেষণা ইনসিটিউটের গবেষণা তথ্য

মতে, ১০ বছর আগে দেশের ২১টি উপজেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যেত। বর্তমানে ১২৫টি উপজেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। পাওয়ার শাখা নদী মহানদী ও তিতা নদী এবং মৌলভীবাজারের হাকালকি হাওরে এবং প্রাক্ষণ্যবাড়িয়ার মেদিন হাওরেও ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। এতে প্রায়ত্ব হয় যে, গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে মৎস্য অধিনগর, প্রাণসম্পদ ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল সংরক্ষণে বাস্তবায়ন করায় দেশব্যাপী ইলিশের বিস্তৃত ও উৎপাদন বেঞ্জে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৮-০৯ অর্ধবছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন কেবল ২.৯৯ লাখ টন, ২০১৫-১৬ অর্ধবছরে তা হয়ে ৩.৯৫ লাখ টন, ২০১৬-১৭ সালে ৪.৯৬ লাখ টন, ২০১৮-১৯ অর্ধবছরে ৫.৩৩ লাখ টন এবং ২০১৯-২০ অর্ধে বছরে তা ৫.৫০ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। অর্ধে বিগত ১০ বছরের ব্যবধানে দেশে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৮৩.৯ শতাংশ- যা বর্তমান সরকারের অন্তর্ম একটি সফলতা। মা ইলিশ ও জাটকা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ফলে দেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাস্তুত এখন বাংলাদেশের ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল অনেকাংশে অনুসরণ করছে। ইলিশ উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশে বর্তমানে বাংলাদেশকে ইলিশ উৎপাদনের জেল মন্ত্রণ হিসেবে বিবেচনা করছে। এরই ধারাবাহিকভাবে আরও গবেষণা ইনসিটিউটের গবেষণা তথ্য



# ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ জাটকা ধরলে সর্বনাশ

কৃষিবিদ সামজুল আলম



নবীমাত্ত্বক বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। বহুকাল আগ থেকেই বাঙালির ইলিশশ্রীতির কথা সুবিদিত। সর্বে ইলিশ, ইলিশ পোলাও, ইলিশ দোপেয়াজা, ইলিশ পাতাবি, ইলিশ ভাজা, আপা ইলিশ, শোকড ইলিশ, ইলিশের মালাইকারী— এমন নানা পদের খাবার বাংলাদেশে জনপ্রিয়। বাঙালির জিজুত খাদ এবং ঐতিহ্যের অংশে ইলিশ মাছ নৃত্বলস এবং সুস্বাদু আকরণের পাওয়া যাচ্ছে।

যানে গেছে বাংলাদেশের ইলিশ অভ্যন্তরীণ। বাঙালির ঐতিহ্য ও পৌরবর্ষের এক অন্য নেটাপোর পাশাপাশি অধিমৌলিক উন্নয়ন, কর্মসংগ্ৰহ ভূমিকা আয় এবং নিরাপদ আয়ের সুবৃত্তি ও পৌরবর্ষের শক্তকরা ১ দশমিক ২২ টাঙ্ক আসে ওখু ইলিশ থেকে। যার বৈশ্বানীর আজার মূল্য ২০ হাজার টাকারও বেশি। এ ছাড়া বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ইলিশ উৎপাদনে প্রথম। দেশের ভিত্তিপথে প্রায় ১ শতাংশের বেশি অবদান রয়েছে রূপালি ইলিশে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ইলিশের স্থানীয় নাম জাটকা। জাটকা মাছ ইলিশ মাছের নতুন প্রচন্ডের প্রবেশন তর। পরিযায়ী প্রাণবয়স্ক হী ইলিশ পদ্মা, মেঘানা ও যমনাসহ কতকঙ্গি বড় বড় নদীর উজানে শিরে হোত প্রবাহে ভিম ছাড়ে। অসমান ডিম থেকে রেঁপ বেরিয়ে এস একাকীয় বিছদন থাকে এবং এখনেই খাবা বৰ হয়। তখন এদের জাটক বলে। যার বৈশ্বানীর আজার মূল্য পোনা কি দৈর্ঘ্য ১২-২০ সে.মি লঞ্চ হয়, তখন এদের জাটক বলে। সেখানে মুগে পোনা কি দৈর্ঘ্য ১২-২০ সে.মি লঞ্চ হয়, তখন এদের জাটক বলে। যার বৈশ্বানীর মুগে পোনা কি দৈর্ঘ্য ১২-২০ সে.মি লঞ্চ হয়, তখন এদের জাটক বলে। এবং এখনেই খাবা বৰ হয়। কিন্তু ২০১৪ সালে গেজেট স্বাক্ষেপ করে ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটারের (স্টোট থেকে লেকে) প্রাপ্ত পর্যন্ত কম দৈর্ঘ্যের ইলিশকে জাটকা হিসেবে নির্ধারণ করেছে। ইলিশের এ গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক অবকাশ 'জাটকা' রক্ষণ করার মাঝে সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার অন্যান্য বছরের ন্যায় এবার তৃ মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সঞ্চাল- ২০২২ উৎসাহে করতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্ন 'ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ', জাটকা ধরলে সর্বনাশ। বাংলাদেশে জাটকা সংরক্ষণ সঞ্চাল আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৭ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে।

আজকের জাটকা আগামী দিনের ইলিশ। জাটকা ধরা হলে পরিপূর্ণতা লাভের সুযোগ বিস্তৃত হয়ে বৰ ইলিশ পাওয়া যায় বলে পদবৰ্তীতে মাঝে থাকে না বিদ্যার বৎসরের সুযোগ থাকে। স্বাক্ষিতের সুযোগ নথীতে ডিম ছাড়ার পর তা থেকে পোনা এবং পোনা থেকে জাটকা এবং পুরুষের বড় ইলিশে পরিষ্কার হয়। একটি মা ইলিশ ২.৫ লক্ষ থেকে শুরু করে ২০ লক্ষ পর্যন্ত ডিম ছাড়ে। অর্থাৎ একটি মা ইলিশ ধরলে ১০ লক্ষ পোনা উৎপাদন বৰ হয়। জাটকা ও ডিমগুড়া মা ইলিশ ধৰার ক্ষেত্ৰে ইলিশের ভবিষ্যৎ উৎপাদন করে যায়, ফলে জেলেরে উপর্জন করে যায়। তাই ইলিশের ভবিষ্যৎ উৎপাদন এবং জেলেরে উপর্জন কর্তৃত করে যাবার জন্য আজার আয় এবং পুরুষের ক্ষেত্ৰে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে নামামুয়ী উদ্যোগ দেয়া হচ্ছে

থাকে। এর মধ্যে অভ্যাশমূলক প্রতিষ্ঠা, প্রতিবছর ৮ মাস জাটকা ও প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ ধরা নিষিক করা, জাটকা সংরক্ষণ সঞ্চাল পালন, সমন্বে শুরু করে ইলিশ মাছের পদক্ষেপ প্রয়োজন, ইলিশ পাতাবি, ইলিশ ভাজা, আপা ইলিশ, শোকড ইলিশ, ইলিশের মালাইকারী— এমন নানা পদের খাবার বাংলাদেশে জনপ্রিয়। বাঙালির জিজুত খাদ এবং ঐতিহ্যের অংশে ইলিশ মাছ নৃত্বলস এবং সুস্বাদু আকরণের পাওয়া যাচ্ছে।

দেশের প্রায় ২০-২৫ লাখ মানুষ ইলিশ আহরণে নিয়োজিত। ইলিশ সম্পদ ব্যবহার করে যাচ্ছে বাংলান সরকারের নামা ধরনের নিরাপত্তি নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে। এসব কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাটকাসমূহ ২০ জেলার ৯টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিৰত ও লাখ ১ হাজার ৪৮৮ টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মোট ৪৬ হাজার ৭৮৮ দশমিক ০৮ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হচ্ছে। গত ৮ বছরে জাটকা আহরণে বিৰত ২০ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৮৮টি জেলে পরিবারকে ৪০ কেজি হারে ৪ মাস ভিত্তিক(চাল) বিত্তরণ করা হচ্ছে। জাটকা আহরণ নিষিককালীন ১২ মাসের জন্য পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে মোট ২৬ লাখ ১৯ হাজার ৫০৮ টি জেলে পরিবারকে ভিত্তিক খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমানে দেশে জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রাহণ করা হচ্ছে। জাটকা আহরণ নিষিক সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংজ্ঞান সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য মূল্য অধিক্ষেত্রে কর্তৃত বাস্তুবায়িত জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংজ্ঞান এবং গবেষণা প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ হাজার ৩৭ জন সুফলভূগোলীক জাটকা ও পুরুষের ইলিশ সংরক্ষণের ওপৰু সম্পর্কে সচেতনত করার পাশাপাশি বিব্রাজিতিক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সুস্বাদু ব্যবহাৰ হাস- মুরগি পালন, গুৰ- ছাগল পালন, আচার মাছ চাল ইত্যাদি আয়ৰ্বৰ্ধক কার্যকৰ্ম পরিচালনার জন্য আধিক্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মহস্য গবেষণা ইলিশকালীন গবেষণা তথ্য মতে, ১০ বছর আগে দেশের ২১টি উপজেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়ার শাখা নদী মহানন্দা ও তিতা নদী এবং মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওড় এবং প্রাক্ষৰবাড়িয়া মেৰি হাওড়েও ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। এতে প্রামাণিত হয় যে, গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে মূল্য অধিক্ষেত্রে প্রয়ার হচ্ছে। প্রয়ার আইন প্রয়োগকালীন সহ্য কৃত্বে ইলিশ ব্যবহারপ্রাপ্তি কৌশল সঠিকভাবে বাস্তুবায়ন করার দেশব্যাপী ইলিশের বিস্তৃতি ও উৎপাদন বেঁচেছে। পরিস্থিতি অন্যান্য, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২.৯৮ লক্ষ মোটান; ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে তা হয় ৩.৪৫ লক্ষ মোটান, ২০১৬-১৭ সালে ৪.৯৬ লক্ষ মোটান, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৫.৩০ লক্ষ মোটান এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে তা ৫.৫০ লক্ষ মোটান হচ্ছে।

জাটকা আহরণে বিৰত ৩ লাখ ১ হাজার ২৮৮ টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মোট ৪৬ হাজার ৭৮৮ দশমিক

০৮ মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হচ্ছে।

ভিত্তিতে প্রধান প্রজনন মৌসুম ধরে প্রতিবছর অধিক মাসের প্রথম চাঁদের পর্যামিনের ৪ দিন আগে থেকে পুরুষের দিনব্যাপের পরের ১৭ দিন মিলিয়ে মোট ২২ দিন ইলিশ ধরা, মাঝে পুরুষ পরিবহন, পুরুষের স্বাক্ষণ ও বিভিন্ন নিষিক থাকে। জাটকা মেঘ ইলিশ ধরার জালে আটকে না যায়, তাই সরকার ইলিশ ধরার ফাঁস জালের সাইজ ৬ দশমিক ৫ সে.মি নির্ধারণ করেছে। ইলিশ রক্ষণাত্মক প্রতি বছর সাধারণত মাঝে একটি মাঝে আজার পুরুষের কার্যকৰী সংস্থা থেকে। ইলিশ রক্ষণাত্মক প্রতি বছর সাধারণে মাঝে আজার পুরুষের কার্যকৰী সংস্থা থেকে। আজার জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের পোক থেকে নামামুয়ী উদ্যোগ দেয়া হচ্ছে

ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সচেতনতামূলক চিত্তিস, জিলেস, ক্লা, বিজ্ঞাপন প্রচারের

বেছক: গণহোগায়োগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দস্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মহানোয়ান।

# দোকা ও মা-ইলিশ উৎপাদন প্রথম সপ্তাহের রেজিস্ট্রেশন কর্তৃত

## কৃষিবিদ সামঞ্জলি আজম

**ব**ঙ্গকল আগে থেকেই বাড়ির ইলিশের কথা স্মরণি। সরবরাহ ইলিশ, ইলিশ পেলাত, ইলিশ মোঁঢ়ঢ়াজা, ইলিশ পাতুরি, ইলিশ ভাজা, তাপু ইলিশ, শেওকত ইলিশ, ইলিশের মালাইকুরি—এখন নানা পদের খাবার বাংলাদেশে জনপ্রিয়। খাদ্যগুরু বাংলাদেশের ইলিশ অভূতীয়। বাড়ির প্রতিটি ও গোরাবের একটি অন্য প্রতীক অস্তিত্ব জনপ্রিয় ও সুস্থান এ মাঝ যুগ যুগ ধরে দেশের মানুষের চাহিদা নেটোনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উৎক্ষেপণ, কমসংস্কৃত সৃষ্টি, রঙ্গনি আয় এবং নিরাপদ আয়ের সরবরাহ ও প্রকৃতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একক মাছের প্রাণাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনের স্বচালন করে আবদান রাখছে ইলিশ। দেশের গোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ১২ দশমিক ২২ ভাগ আসে উৎ ইলিশ ধোক। যার বর্তমান বাজারমুক্য ২০ হাজার কেটু টাকারও উৎ। প্রদানের স্থূল ব্যবস্থা হিসেবে, হাস-মুরগি পালন, গুরু-ছাগল এভাবে বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনের মধ্যে বাংলাদেশ ইলিশ উৎপাদনের প্রথম। দেশের জিপিপ্রাতে প্রায় ১ শতাংশের বেশি অবদান রাখেছে এ কৃপালি ইলিশের।

জাটকা মাছ ইলিশ মাছের নতুন প্রজন্মের আবেশন কর।

পরিযায়ী প্রাণীবয়ক সী ইলিশ পৰ্যা, মেঘনা ও দ্বিমাসের কতৃকপঞ্জলা বাঢ়নদীর উজ্জানে গিয়ে মৌত্রবাহে দিন ছাড়ে। অসমন তিন থেকে চেয়ে বেরিয়ে এসব এলাকাক বিছুলি থাকে এবং এখানেই খাব ও বড় হয়। হয় দেখে কেবল ১০ সপ্তাহের মধ্যে পোনার দৈর্ঘ্য ১২-২০ সেম লম্বা হয়, তখন প্রদর জাটকা বলে। বাংলাদেশের মৎস্য আছিল অনুবায়ী আগে জাটকার আকার ছিল ৯ ইঞ্চি। কিন্তু ২০১৪ সাল গ্রেজার সংশোধন করে ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটারের (পাঁচ ধেকে লেজের প্রাপ্ত পর্যায়) কম দৈর্ঘ্যের ইলিশক জাটকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আজক্ষেপে জাটকা আগামী দিনের ইলিশ। জাটকা ধরা হল পরিপক্ষতা লাভের সুযোগ বিস্তৃত হয়ে বড় ইলিশ পাওয়া যায় না, ফলে পরবর্তীকালে মা-ইলিশ ধারে না বিদ্যমান বংশবৰ্ষাঙ্গের সুযোগ থাকে না। প্রাক্রিতিকভাবে মাইলিশ নদীতে দিম আড়াব পর তা ধেকে পোনা এবং পোনা ধেকে জাটকা এবং পরবর্তীকালে বড় ইলিশে পরিবর্ত হয়। একটি মা-ইলিশ ২.৫ লাখ ধেকে শুরু করে ২৩ লাখ পর্যন্ত দিম ছাড়ে। অর্থাৎ একটি মা-ইলিশ ধরলে ২৩ লাখ পোনা উৎপাদন বৃক্ষ হয়। জাটকা ও ডিমওয়ালা মা-ইলিশ ধরার ক্ষমতা ইলিশের উৎপাদন বৃক্ষ হয়। ফলে জেলাদেশ উপার্জন ও বৃক্ষ যায়। তাই ইলিশের অবিযোগ্য উৎপাদন এবং জেলাদেশ উপার্জন বৃক্ষের লাগে জাটকা ও মা-ইলিশ সংস্করণ করা খুবই প্রয়োজন।

ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে সরকারের পক্ষ থেকে নানামূলী উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে। এর মাধ্যম অগ্রাহ্য প্রতিষ্ঠা, গতি বহু আট মাস জাটকা ও প্রজন্ম নৌসেবন ইলিশ মাছ ধরা নির্ধারিত করা, জাটকা সংরক্ষণ সঙ্গে পালন, সমুদ্রে ৬৫ দিন মাছ ধরা নির্মিত করা, বিশেষ কাঁচিং অপারেশনসহ বিজ্ঞে পদক্ষেপ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মেখন অববাহিকায় ইলিশের মেট অঙ্গুলীয়ে রয়েছে হয়টি (পাঁচটি মাচ-এপ্রিল মাছ ধরা বৰ্ত, আঙোরামানিক বায়ত), যার মোট আয়তন ৪৩২ কিলোগ্রাম। ইলিশের

উৎপাদন বাড়াতে প্রতি বছর নাওয়ার খেকে জুন পর্যন্ত মেট আট মাস জাটকা ধরা নির্বিজ থাকে। এই সময় জাটকা ধরাতে কমপক্ষে এক বছর ধোকে দুই বছরের শেষে কার্যদণ্ড অথবা ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দায়িত্ব দ্বারা বিধান রয়েছে।

বর্তমান দেশে জেলাদেশ জীবনমান উৎফুরণের বিভিন্ন কর্মসূচি এখন করা হচ্ছে। জাটকা আহরণ নির্ধারণ মানবের বিকল্প কর্মসূচিতে সৃষ্টি ও জীবনমান উৎফুরণের জন্মসহ আধিদণ্ডের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত জাটকা সংরক্ষণ,

জেলাদেশ কর্মসূচিতে জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচিতে জাটকা সংরক্ষণ, নির্মাণ এবং নিরাপদ আর্থনৈতিক উৎক্ষেপণ, কমসংস্কৃত সৃষ্টি, রঙ্গনি আয় এবং নিরাপদ আয়ের সরবরাহ ও প্রকৃতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একক মাছের প্রাণাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনের স্বচালন করে আবদান রাখছে ইলিশ। দেশের গোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ১২ দশমিক ২২ ভাগ আসে উৎ ইলিশ ধোক। যার বর্তমান বাজারমুক্য ২০ হাজার কেটু টাকারও উৎ। প্রদানের স্থূল ব্যবস্থা পাশাপাশি বিষয়াবিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাচীন প্রযোজন হচ্ছে ব্যবস্থা পাশাপাশি, হাস-মুরগি পালন, গুরু-ছাগল এভাবে বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনের মধ্যে।



বর্তমানে জেলাদেশ জীবনমান উৎফুরণের বিভিন্ন কর্মসূচি এখন করা হচ্ছে। জাটকা আহরণ নির্ধারণ মানবের বিকল্প কর্মসূচিতে সৃষ্টি ও জীবনমান উৎফুরণের জন্মসহ আধিদণ্ডের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত জাটকা সংরক্ষণ, জেলাদেশ কর্মসূচিতে জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচিতে জাটকা সংরক্ষণ, নির্মাণ এবং নিরাপদ আর্থনৈতিক উৎক্ষেপণ, কমসংস্কৃত সৃষ্টি, রঙ্গনি আয় এবং নিরাপদ আয়ের সরবরাহ ও প্রকৃতপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একক মাছের প্রাণাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনের স্বচালন করে আবদান রাখছে ইলিশ। দেশের গোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ১২ দশমিক ২২ ভাগ আসে উৎ ইলিশ ধোক। যার বর্তমান বাজারমুক্য ২০ হাজার কেটু টাকারও উৎ। প্রদানের স্থূল ব্যবস্থা পাশাপাশি বিষয়াবিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাচীন প্রযোজন হচ্ছে ব্যবস্থা পাশাপাশি, হাস-মুরগি পালন, গুরু-ছাগল এভাবে বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনের মধ্যে।

● সেখানে : গুরুমুগায়োগ কর্মকর্তা, মাঝ ও

প্রাণিসম্পদ উত্থ দস্তুর, মাঝ ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রদান, খাচ দাচ ইত্যাদি তায়বালক কর্মকর্তা পরিচালনার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের গবেষণা তথ্যমতে, ১০ বছর আগে দেশের ২১টি উপজেলা নদীদলীতে ইলিশ প্রজাতি প্রযোজ্য হত। পৰ্যায় শাখা নদী মহানদী ও তিসি নদী এবং মেলাটোজারের বহুমুক্ত পৌর্ণির হাতেরেও ইলিশ প্রায় যে, গবেষণা তাথের তিভি, তিভি মৎস্য অধিকরণ, প্রশাসন ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকরী ধোকে হিসেবে নির্দেশ কর্তৃক ইলিশ ব্যবস্থা পরিষ্কার করার পথে সংরক্ষণ করার পথে সংরক্ষণ করে আসছে। এতে প্রযোজ্য আইন প্রয়োগকরী ধোকে হিসেবে নির্দেশ কর্তৃক ইলিশ ব্যবস্থা পরিষ্কার করার পথে সংরক্ষণ করার পথে সংরক্ষণ করে আসছে। এই ধোকে হিসেবে নির্দেশ করার পথে সংরক্ষণ করার পথে সংরক্ষণ করে আসছে। মা-ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ করার পথে ইলিশ উৎপাদন বৃক্ষ পাখি পাখিয়া তার পথে বাংলাদেশের ইলিশ পৌর্ণির হাতেরেও ইলিশ পৌর্ণি পৌর্ণি ইলিশের বিস্তৃতি ও উৎপাদন বাস্তবায়ন করার পথে সংরক্ষণ করার পথে সংরক্ষণ করে আসছে।

● সেখানে : গুরুমুগায়োগ কর্মকর্তা, মাঝ ও

প্রাণিসম্পদ উত্থ দস্তুর, মাঝ ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রদান, খাচ দাচ ইত্যাদি তায়বালক কর্মকর্তা পরিচালনার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের গবেষণা তথ্যমতে, ১০ বছর আগে দেশের ২১টি উপজেলা নদীদলীতে ইলিশ প্রজাতি প্রযোজ্য হত। পৰ্যায় শাখা উপজেলা নদীলালের গবেষণার ফলে ইলিশ প্রজাতি প্রযোজ্য হচ্ছে। প্রযোজ্য আইন প্রয়োগকরী ধোকে হিসেবে নির্দেশ কর্তৃক ইলিশ ব্যবস্থা পরিষ্কার করার পথে সংরক্ষণ করার পথে সংরক্ষণ করে আসছে। এই ধোকে হিসেবে নির্দেশ করার পথে সংরক্ষণ করার পথে সংরক্ষণ করে আসছে। মা-ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ করার পথে ইলিশ উৎপাদন বৃক্ষ পাখি পাখিয়া তার পথে বাংলাদেশের ইলিশ পৌর্ণির হাতেরেও ইলিশ পৌর্ণি পৌর্ণি ইলিশের বিস্তৃতি ও উৎপাদন বাস্তবায়ন করার পথে সংরক্ষণ করার পথে সংরক্ষণ করে আসছে।

● সেখানে : গুরুমুগায়োগ কর্মকর্তা, মাঝ ও

প্রাণিসম্পদ উত্থ দস্তুর, মাঝ ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

# ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ, জাটকা ধরলে সর্বনাশ

## কৃষিবিদ সামছুল আলম

নদীমাত্রক বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ। বছকাল আগ থেকেই বাঙালীর ইলিশ প্রিতির কথা সুবিদিত। সর্বে ইলিশ, ইলিশ পোলাও, ইলিশ দোপেয়াজা, ইলিশ পাতুরি, ইলিশ ভাজা, ভাপা ইলিশ, স্যোকড ইলিশ, ইলিশের মালাইকারী - এমন নানা পদের খাবার বাংলাদেশে জনপ্রিয়। বাঙালীর নিজস্ব স্বাদ এবং ঐতিহ্যের অংশ ইলিশ মাছ নুডলস এবং সুপ আকারেও পাওয়া যাচ্ছে। স্বাদে গন্ধে বাংলাদেশের ইলিশ অতুলনীয়। বাঙালির ঐতিহ্য ও গৌরবের এক অনন্য প্রতীক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্মাদৃ এ মাছ যুগ যুগ ধরে দেশের মানবের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রফতানি আয় এবং নিরাপদ আশ্বিন সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। একক মাছের প্রজাতি হিসেবে দেশের মৎস্য উৎপাদনে সরবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে ইলিশ। দেশের মোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ১২দশমিক ২২ ভাগ আসে শুধু ইলিশ থেকে। যার বর্তমান বাজার মূল্য ২০ হাজার কোটি টাকারও উর্দ্ধে। এ ছাড়া বর্তমানে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ইলিশ উৎপাদনে প্রথম। দেশের জিডিপিতে প্রায় ১ শতাংশের বেশি অবদান রয়েছে রূপালি ইলিশের।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ইলিশের স্থানীয় নাম জাটকা। জাটকা মাছ ইলিশ মাছের নতুন প্রজন্মের প্রবেশন স্তর। পরিযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক স্তৰ ইলিশ পদ্মা, মেঘনা ও যমুনাসহ কতকগুলি বড় বড় নদীর উজানে গিয়ে স্ন্যোত প্রবাহে ডিম ছাড়ে। ভাসমান ডিম থেকে রেণু বেরিয়ে এসব এলাকায় কিছুদিন থাকে এবং এখনেই থায় ও বড় হয়। ছয় থেকে দশ সন্তানের মধ্যে পোনার দৈর্ঘ্যে ১২-২০ সে.মি লম্বা হয়, তখন এদের জাটকা বলে। বাংলাদেশের মৎস্য আইন অনুযায়ী পূর্বে জাটকার আকার ছিল নয় ইঞ্চি। কিন্তু ২০১৪ সালে গেজেট সংশোধন করে ১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেমিটিমিটারের (ঠোঁট থেকে লেজের প্রাপ্ত পর্যন্ত) কম দৈর্ঘ্যের ইলিশকে জাটকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। ইলিশের এ গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক অবস্থা 'জাটকা' রক্ষায় জনগণের মাঝে সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারো ৩১শে মার্চ থেকে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ সম্ভাবনা প্রস্তুত করতে যাচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য 'ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ, জাটকা ধরলে সর্বনাশ'। বাংলাদেশে জাটকা সংরক্ষণ সম্ভাবনা আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৭ সাল থেকে পালিত হয়ে আসছে।

আজকের জাটকা আগামী দিনের ইলিশ। জাটকা ধরা হলে পরিপক্বতা লাভের সুযোগ বিহুত হয়ে বড় ইলিশ পাওয়া যায় না ফলে পরবর্তীতে মা ইলিশ থাকেনা। বিধায় বংশবৃক্ষের সুযোগ থাকেনা। প্রাকৃতিকভাবে মা ইলিশ নদীতে ডিম ছাড়ার পর তা থেকে পোনা এবং পোনা থেকে জাটকা এবং পরবর্তীতে বড়

ইলিশে পরিণত হয়। একটি মা ইলিশ ২.৫ লক্ষ থেকে শুরু করে ২৩ লক্ষ পর্যন্ত ডিম ছাড়ে অর্থাৎ একটি মা ইলিশ ধরলে ২৩ লক্ষ পোনা উৎপাদন বক্ষ হয়। জাটকা ও ডিমওয়ালা মা ইলিশ ধরার কারণে ইলিশের উৎপাদন কমে যায়, ফলে জেলেদের উপর্যুক্ত কর্মসূচি প্রতিবন্ধ করে থেকে নানামুখী উদ্যোগ নেয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, প্রতিবছর ৮ মাস জাটকা ও প্রজনন মৌসুমে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা, জাটকা সংরক্ষণ সম্ভাবনা সমূদ্রে ৬৫ দিন মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা, বিশেষ কঞ্চিং অপারেশনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ রয়েছে। দেশে পদ্মা-মেঘনা অববাহিকায় ইলিশের মোট অভয়াশ্রম রয়েছে ছয়টি (পাঁচটিতে মার্চ-এপ্রিল মাছ ধরা বন্ধ আসন আকারামানিক ব্যবীজ্ঞাত), যার মোট আয়তন ৪৩২ কিলোমিটার। ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে প্রতিবছর নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত মোট ৮ মাস জাটকা ধরা নিষিদ্ধ থাকে। এ সময় জাটকা ধরলে কমপক্ষে ১ বছর থেকে ২ বছরের সন্তুষ্ম কারাদণ্ড অথবা ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দড়ে দড়িত করার বিধান রয়েছে। চন্দ্রমাসের ভিত্তিতে প্রধান প্রজনন মৌসুম ধরে প্রতিবছর আশ্বিন মাসের প্রথম চাঁদের পূর্ণিমার ৪ দিন আগে থেকে পূর্ণিমার দিনসহ পরের ১৭ দিন মিলিয়ে মোট ২২ দিন ইলিশ ধরা, মজুদ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ থাকে। জাটকা যেন ইলিশ ধরার জালে আটকে না যায়, তাই সরকার ইলিশ ধরার ফাঁস জালের সাইজ ৬ দশমিক ৫ সে.মি নির্ধারণ করেছে। ইলিশ রক্ষায় প্রতি বছর সাধারণত মার্চ বা এপ্রিল মাসে জাটকা সংরক্ষণ সম্ভাবনা পালন করে সরকার। মৎস্য সম্পদ ধৰ্মস্কারী কারেন্ট জাল, বেঙ্গলি ও অন্যান্য অবৈধ জাল নির্মাণে প্রতিবছর বিশেষ কঞ্চিং অপারেশন পরিচালিত হয় মৎস্য অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা থেকে। তাছাড়া জাটকা ও মা ইলিশ রক্ষায় জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃক্ষের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সচেতনতামূলক টিভিসি, জিসেল, স্কুল, বিজ্ঞাপন প্রচারের পাশাপাশি লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার, ফোন্ডার, পুষ্টিকা বিনামূল্যে প্রচার করে যাচ্ছে মন্ত্রণালয়ের প্রচার সেল নামে পরিচিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দণ্ডন দেশের প্রায় ২০-২৫ লাখ মানুষ ইলিশ আহরণে নিয়োজিত। ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা উদ্যয়নে বর্তমান সরকারের নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে। এসব কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে জাটকাসমূহ ২০ জেলার ১৬টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিবরণ করতে ও লাখ ১ হাজার ২৮৮ টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মোট ৪৬ হাজার ৭৮৮ দশমিক ০৮

মেট্রিক টন চাল প্রদান করা হয়েছে। গত ৮ বছরে জাটকা আহরণে বিবরত ২০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬৮৫টি জেলে পরিবারকে ৪০ কেজি হারে ৪ মাস ভিজিএফ(চাল) বিতরণ করা হয়েছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন সময় ছাড়াও গত ৫ অর্থ-বছরে মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২২ দিনের জন্য পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে মোট ২৬ লাখ ২৯ হাজার ৫০৯ টি জেলে পরিবারকে ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমানে দেশে জেলেদের জীবনমান উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ হাজার ৩০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও পরিপক্ষ ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়াভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস- মূরগি পালন, গরু- ছাগল পালন, ভ্যান বা রিক্রু, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ ধরার ব্যবস্থা আয়বৰ্ধক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের গবেষণা তথ্য মতে, ১০ বছর আগে দেশের ১১টি উপজেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যায়। বর্তমানে ১২৫টি উপজেলার নদ-নদীতে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। পদ্মার শাখা নদী মহানদ্য ও তিস্তা নদী এবং মৌলভীবাজারের হাকালুকি হাওড় এবং ব্রাক্ষণবাড়িয়ার মেদিনি হাওড়েও ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। এতে প্রামাণিত হয় যে, গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে মৎস্য অধিদপ্তর, প্রশাসন ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করায় দেশব্যাপী ইলিশের বিস্তৃতি ও উৎপাদন বেড়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২.৯৯ লক্ষ মে.টন; ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা হয় ৩.৯৫ লক্ষ মে.টন, ২০১৬-১৭ সালে ৪.৯৬ লক্ষ মে.টন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫.৩৩ লক্ষ মে.টন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা ৫.৫০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে।

অর্থাৎ বিগত ১০ বছরের ব্যবধানে দেশে ইলিশ উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৮৩.৯৫ শতাংশ-যা বর্তমান সরকারের অন্যতম একটি সাফল্য। মা ইলিশ ও জাটকা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ফলে দেশে ইলিশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতে এখন বাংলাদেশের ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল অনুসরণ করছে। ইলিশ উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশও বর্তমানে বাংলাদেশকে ইলিশ উৎপাদনের রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০১৬ সালে ইলিশ ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।



জাটিকা বঞ্চা পলে জলের লোক

କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା । ତାଙ୍କୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା । କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଶିଷ ଦିଲା ।

মধ্যস্থ অর্থনৈতিকভাবে সরকারের নির্ভয়ের আইনগুলো এই পথে হেঁটে গেছে। তারপর জাতীয়কা ও মহাকূল ব্যবসায় উভয়ের মাঝেও যোগাযোগ সম্পর্কে তাৰ দ্বিতীয় লক্ষণ হিসেবে ইউক্রেনের মাঝেও পোল্পোল্পাৰ লিঙ্গলগ্নতা দৰচনা ঘোষণা কৰিবলৈ আইনগুলো পৰিবৰ্তন কৰিবলৈ আবশ্যিক। বিশেষজ্ঞগণ প্রায় ২০-২৫ লক্ষ মান ইলিং আঘঘৰে নির্মাণ কৰিব।

পৰিচিত এখনো প্রায় ৫ প্রায়শিক্ষণ্য দষ্টি।

দেশৰ প্রায় ২০-২৫ লক্ষ মান ইলিং আঘঘৰে নির্মাণ কৰিব। এটা ব্যবস্থা সমাধানক নির্মাণে কৰিবলৈ আইন ব্যৱহাৰ কৰিব। এই ব্যবস্থা জনো মেট্রি ৪৮ হাজাৰ ৭৮৮ দণ্ডকৰণ ০৮ টুন দাল দণ্ডাবলৈ বিবৰ কৰি ২০ লাখ কৰা হৈয়াছে। গত ৮ বছৰে জাতীয় আঘঘৰে বিবৰ কৰি ২০ লাখ ৯৫ হাজাৰ ৬৬৫টো ভোৱে পৰিবৰ্তনক ৪০ বেঞ্জি হৈয়া ৪০ মাস নির্জিপৰ্য্য (চান) বিবৰণ কৰা হৈয়াছে। জাতীয় আঘঘৰে

ଲୋକ ଜ୍ଞାନପଦ୍ଧତି ଶରୀରରେ

নিবিষিক কালীন আজাত গত ৫ অক্টোবরে মা ইলিশ আহরণ পর্যবেক্ষণে মা নির্বিষিক কালীন ২২ নিম্নের জন্য পরিচয়প্রয়োগ কৃত হাজার নেটু ২৬ লাখ ২৯ হাজার ৩০৯টি জেলে পরিচয়র পরিচয়ের প্রিভিএফ থালা সহজতা প্রদান করা হয়েছে।  
অবশ্যিক কালীন প্রথম প্রজেক্টের জীবন্যমান উভয়স্থে বিভিন্ন স্থানে প্রযোজিত হয়েছে। আজক্ষণ্য আহরণ নির্বিষিক স্থানে জেলের প্রিভিএফ কালীন স্থান ও জীবন্যমান উভয়স্থে প্রযোজিত হয়েছে। জন্ম মধ্যস্থ আধিকার্য কর্তৃক বাস্তবায়িত আজক্ষণ্য সংজ্ঞায়িত,

**ବ୍ୟାକ.** ବ୍ୟାକ୍‌ରୁ ବ୍ୟାକ୍‌ରୁ : ବ୍ୟାକ୍‌ରୁ ବ୍ୟାକ୍‌ରୁ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍‌ରୁ ବ୍ୟାକ୍‌ରୁ ହେଉଥିଲା।

**মো. সামুত্তল আলম :** গণপ্রযোগাবোগ কর্মসূচি, প্রাণিসংরক্ষণ তথ্য সংষেবন, বহুল ও প্রাণিসংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা।